’মনুষ্যজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ’ বিশ্ব চিন্তাবিদদের প্যানেল

বিবৃতি

WTP–SFH

THE WORLD THINKERS’ PANEL ON THE SUSTAINABLE FUTURE OF HUMANKIND

যেড.জি. মেডোছি, কোরটে, স্লোভেনিয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১।

আনস্টেড বিশ্ববিদ্যালয়- পরিবেশ বিজ্ঞান স্কুল
আনস্টেড সার্ভিস সেন্টার
পি ও বক্স ১০৬৭
১০৮৪০ পেনাং
মালয়োশিয়া
bnhaw@tm.net.my বা info@ansteduniversity.org

এস ই এম ইনস্টিটিউট জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য- পাবলিশিং
করটে ১২৪
এস আই ৬৩১০ আইজোলা - আইছোলা
স্লোভেনিয়া
timi.ecimovic @ bocosoft.com এবং www.institut-climatechange.si

ঘোষণা

’মনুষ্যজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ’ বিশ্ব চিন্তাবিদদের প্যানেল

ডিজিটাল উপস্থাপনা ঃ www.institut-climatechange.si

লেখক ঃ অধ্যাপক ডঃ এইচ. ছি. টিমি ইচিমোভিচ্, স্যার অধ্যাপক ডঃ রজার বি. হাও, অধ্যাপক ডঃ ডানা এম. ব্যারী, মহামান্য বিশ্বগুরু মহামান্দালেশ্বর পরোমোস্বামী মাহেষবারানন্দ, মাননীয় রিকারডো ডি ডোন, এমবাসেডর ডঃ আং বান ছিঅং, ডঃ নিক্সন য়্যাপ, অধ্যাপক টাং শুই ইউআন, অধ্যাপক ডঃ গ্লেন টি. মার্টিন, উপাধিপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ মাতযাজ মুলেই, অধ্যাপক ডঃ আলেক্জান্ডার শুমাকভ, অধ্যাপক ডঃ গারফিল্ড ব্রাউন, এবং আরও অনেকে।

সম্পাদকঃ ররিছ মারায্- প্রযুক্তিক এবং অধ্যাপক ডঃ ডানা এম. ব্যারী - বৈজ্ঞানিক

আন্তর্জাতিক মনুষ্যজাতি সম্প্রদায় ২০১১ এর টেকসই ভবিষ্যতের জন্য ঘোষনা।

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana

502.131.1 (0.054.2)

The World Thinkers' Panel on the Sustainable Future of Humankind (Elektronski vir): declaration/ Timi Ecimovic ... (Et. Al l.) – El. knjiga. – Korte: SEM Institute for Climate Change. 2011

Način dostopa (URL): http:// www.institut-climatechange.si

ISBN 978-961-93136-1-5 (pdf)

1. Ecimovic, Timi

257658112

বিবৃতি

’মনুষ্যজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ’ বিশ্ব চিন্তাবিদদের প্যানেল

সারা বিশ্বের মানুষ সহিংসতা এবং যুদ্ধ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। তারা একটি বন্ধুত্বের, সংহতির, সহনশীলতার ও শান্তির সংস্কৃতির পক্ষে। (জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের শিশুদের জন্য শান্তি ও অহিংসা সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক দশক ২০১০এর ৫২/১৩ দ্বারা ঘোষিত)।

লিখেছেনঃ অধ্যাপক ডঃ এইচ. ছি. টিমি ইচিমোভিচ্।

১৫ই অগাষ্ট ২০১১ তারিখে বিশ্ব চিন্তাবিদদের প্যানেল স্যার অধ্যাপক ডঃ রজার বি. হাও বুন হং, আনস্টেড বিশ্ববিদ্যালয়, পেনাং, মালয়েশিয়া, অধ্যাপক ডঃ এইচ. ছি. টিমি ইচিমোভিচ্, এস ই এম ইনস্টিটিউট জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য, যেড.জি. মেডোছি, কোরটে, স্লোভেনিয়া, অধ্যাপক ডঃ ডানা এম. ব্যারী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মাননীয় রিকারডো ডি ডোন, শিশু অধিকার সংক্রান্ত সংগঠন, মন্ট্রিল, ক্যানাডা, এমবাসেডর ডঃ আং বান ছিঅং, মালয়েশিয়া, ডঃ নিক্সন য়্যাপ, মালয়েশিয়া, অধ্যাপক টাং শুই ইউআন, প্রথম আন্তর্জাতিক সুরক্ষিত পৃথিবী এবং মহাসাগর সংক্রান্ত সম্মেলনের চেয়ারম্যান, চীন, এবং অধ্যাপক ডঃ গারফিল্ড ব্রাউন, দক্ষিন আফ্রিকা, প্রতিষ্ঠাতা প্যানেল নিম্নরুপ প্রস্তবনা রাখেনঃ

বিশ্ব চিন্তাবিদদের মধ্যে এই ফোরাম হলো একটি মুক্ত ও নতুন কার্যকর প্যানেল যার নামকরন হচ্ছে ’মনুষ্যজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ’ বিশ্ব চিন্তাবিদদের প্যানেল। সংক্ষেপে এই আদ্যক্ষরা "WTP-SFH" এবং নিম্নে প্রদর্শিত লোগো দ্বারা উপস্থাপিত হবেঃ

ঠিকানাঃ কোরটে ১২৪, এস. আই. ৬৩১০ আইজোলা আইছোলা, স্লোভেনিয়া।

একটি সুদীর্ঘ মানুষের তালিকা যেখানে আছেন শিক্ষক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, কর্মী, প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তারা এবং আরও অনেকে যাঁরা এই ঘোষনা সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন এস. ই. এম. ইনস্টিটিউট জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এর সদস্যগণ, আনস্টেড বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার, বিশ্ব চিন্তাবিদদের প্যানেলের মাননীয় ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং আরও অনেকজন।

এই ঘোষনার তাত্বিক ও ব্যবহারিক পটভুমি পাওয়া যাবে ’দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন’ এবং ’মনুষ্যজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ’ সংক্রান্ত অনেক কাজে। তিন বিয়োগাঁতক, ’মনুষ্যজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ’, ইচিমোভিচ্, ও আরও অনেক বিজ্ঞানী একবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে এই সংক্রান্ত তাত্বিক পটভুমির প্রেক্ষাপট নির্ধারনে কাজ করেছেন, যা এই লিন্ক থেকে পাওয়া যাবেঃ

www.institut-climatechange.si

এই ঘোষনার সদস্য এবং সমর্থকগণ বিনামূল্যে এর সদস্য। জাতিসংঘ, জাতীয় সরকারসমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্ন্যান্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ মনুষ্যজাতির টেকসই উন্নয়নে আমন্ত্রন করা হয়।

এই ঘোষনাতে অধিকার প্রদান করা হয় এবং সামাজিক ও মানবিক দ্বায়িত্ব সম্পন্ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যাক্তিগত সদস্যবৃন্দকে (৭০০০০০০০০০ এরও অধিক) আমন্ত্রন জানানো হয়। লক্ষ হচ্ছে বিশ্ব মনুষ্যজাতি সম্প্রদায়ের আন্তর্জাতিক টেকসই ধারনক্ষমতা অর্জন। আন্তর্জাতিক টেকসই ধারনক্ষমতা হচ্ছে সমাজঘটিত টেকসই উন্নয়ন প্রযুক্তি থেকে টেকসই ভবিষ্যৎ সমাজঘটিত উন্নয়ন পন্থার দিকে একটি পরিবর্তন। জাতিসংঘ ও অন্নান্য প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে UNEP এবং ইউনেস্কোকে মনুষ্যজাতির টেকসই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সাধারন লক্ষ অর্জনে আমন্ত্রন জানানো হয়।

আমাদের ব্যাক্তিগত জীবন খুব ছোট, এবং এর মান ও অর্থের মধ্যে 'মানুষের প্রকল্প' অবিচ্ছেদ্দ অংশ হিসেবে যথেষ্টভাবে জড়িত। আমরা অবশ্যই মানবজাতির এই সন্ততিকে সমর্থন করি কারন আমরা মৌলিকভাবে মনুষ্যজাতি এই সন্ততির অবিচ্ছেদ্দ অংশ এবং এই সন্ততিতে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রযন্মও অর্ন্তভুক্ত। আমরা মানবজাতি একে অন্যের উপর দ্বায়ীত্বশীল এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও।

'মনুষ্যজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ চিন্তাবিদদের প্যানেল' মানুষের (যাঁরা শিল্পকলা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ এবং শান্তি মিশন প্রকল্পে আগ্রহী) জন্য একসাথে থেকে একই প্লাটফর্মে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছে। এই প্লাটফর্মের প্রাথমিক উদ্দ্যেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের মধ্যে উপলদ্ধি ও সহিষ্ণুতা তৈরী করা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষণাবেক্ষনের লক্ষে কাজ করা। আমরা জাতি, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম ও বর্ন ভেদে সারা বিশ্বের সকল মানুষকে একক ও যুগ্নভাবে আমন্ত্রন জানাচ্ছি। মনুষ্যজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ বিশ্ব চিন্তাবিদদের প্যানেল মানবাধিকার এবং বিশ্বের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ইউনেস্কোর 'শান্তির সংস্কৃতি' প্রকল্পের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহন থেকে সরাসরি সম্পর্কিত।

'মনুষ্যজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ চিন্তাবিদদের প্যানেল' হচ্ছে এমন একটি ফোরাম যেখানে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়, সরকারী অফিস, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তথা সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, ফাউন্ডেশন, ইউনিয়ন, অ্যাসোসিয়েশন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহন করছে। তাছাড়া যে সকল ব্যাক্তি কার্যকরীভাবে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ, লোক শিল্প, সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের উন্নয়নের সাথে জড়িত তাঁরাও অংশগ্রহন করতে পারেন।

এছাড়া আমাদের এই পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠানের আদেশ এবং ক্রিয়াকলাপ বাস্তব, সাংগঠনিক, এবং সর্বপরি সংস্কৃতির জন্য বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড ছাড়াও আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সামাজিক, মানবতাবাদী ও সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক ক্রম পূরণের লক্ষে জড়িত। আমাদের অনেকেই এই "মানবজাতি এর স্থায়ী ভবিষ্যত বিশ্ব চিন্তাবিদদের 'প্যানেল" এর নতুন সদস্য হয়ে শিখেছি এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছি।

এই ঘোষণা দ্বারা অধিকার প্রদান করা হচ্ছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য যাঁরা সামাজিক দায়িত্বে আছেন সেই সংখ্যা ৭ বিলিয়নে উন্নিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশ্ব ধারণক্ষমতায় পৌছানো। আন্তর্জাতিক ধারণক্ষমতা হচ্ছে সমাজঘটিত প্রযুক্তিগত টেকসই উন্নয়ন থেকে সমাজঘটিত প্রযুক্তিগত টেকসই ভবিষ্যত পন্থার দিকে একটি পরিবর্তন।

আমরা স্বাগত জানাচ্ছি জাতিসংঘ ও অন্নান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশেষ করে UNEP ও ইউনেস্কোকে মানবজাতির টেকসই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সাধারন লক্ষ উত্তরনে সহযোগী হিসেবে কাজ করার। এই ঘোষনা বিশ্বের অন্নান্য অংশেও প্রেরন করা হবে।

আমরা মনে করি বিশ্ব মনুষ্যজাতি কমিউনিটির সকল দ্বায়িত্ব আছে প্রয়োজনে সাহায্য করার। বহু অনুদান প্রদানকারী সংস্থা যাঁরা সংস্কৃতি, শিল্পকলা, এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) হিসেবে কাজ করছেন তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়াবেন।

আমরা বিশ্বাস করি 'মানব জাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ' চিন্তাবিদদের প্যানেল শুধুমাত্র এই অধিকারসমূহের প্রয়োগ বা ব্যবহারে অবদান রাখবে না, বরং বহুসংস্কৃতি সমৃদ্ধ আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও অবদান রাখবে।

এই "মানবজাতির স্থায়ী ভবিষ্যৎ বিশ্ব চিন্তাবিদদের 'প্যানেল" এর প্রতিষ্ঠাতা গ্রুপ নিম্নলিখিত বিভাগসমূহে কাজ করবে। শ্রেণীসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো, যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং এই কাজগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জনে ভুমিকা রাখবেঃ

বিভাগ সমূহ

১. ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

২. একটি আধুনিক সমাজের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির গুণাবলী

৩. পরম্পরাগত সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র

৪. পরম্পরাগত সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির অধিকার

৫. পরম্পরাগত সংস্কৃতি ও বহুসংস্কৃতি

৬. নিয়মানুগ ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অব্যাহত গবেষণা, ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি সংক্রান্ত ফোরাম এবং সাংস্কৃতিক শিল্পের উন্নয়নে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে আচার বিনিময়ের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির পদোন্নতির জন্য পরিকল্পনা।

১। ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

একটি ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি জীবন পদ্ধতি ও সিস্টেম যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মানুষের দ্বারা চর্চিত হয় এবং একটি ইকো বন্ধুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি যেখানে মানুষ প্রকৃতির সাথে সহাবস্থান করবে, যেখানে প্রতিটি মানুষ তুলনামূলকভাবে একে অন্যের প্রতি কম দুরত্ব বজায় রাখবে এবং পৃথিবীগত উপাদানের চেয়ে বেশী বেশী আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি অনুসৃত হবে।

২। একটি আধুনিক সমাজের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির গুণাবলী

আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়নের আবির্ভাবে আমাদের আধুনিক সমাজ বিভিন্ন ধরনের বাধা ও সমস্যার সম্মূক্ষীন হচ্ছে, যার মধ্যে আছে বাছবিচারবিহীনভাবে প্রকৃতি ধংসের কারনে ইকোসিস্টেমের ভাঙ্গন, গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশ্ব বাজারে গলাকাটা প্রতিযোগিতা, সম্পদের অষমবন্টন, ব্যপক মনূষ্যবিচ্ছিন্নতা, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, এর ফলে মানুষের জীবনজাপন কঠিন হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে, ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বহুল ব্যবহার বর্তমান আধুনিত সমাজের অনেক সমস্যার সমাধান করবে। বিশেষ করে, পূর্ব এশিয়ার কনফুসিয়ান সংস্কৃতির 'মাতাপিতার সেবা' ও 'শ্রদ্ধা' যা মূল উপাদান হিসেবে চর্চিত হয় , এবং এই গুনগুলো প্রজন্মের মধ্যে শত্রুতা ও অবিশ্বাস অপসারন করে মানুষের মধ্যে মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে।

৩। পরম্পরাগত সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র

মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও কথাবার্তার মাধ্যমে যাঁরা স্বতন্ত্রভাবে ভৌগলিক ও পরিবেশগত পরিবেশে নিজেদেরকে অভিযোজিত করেছেন এবং নিজস্ব সত্ত্যায় পৃথক পরিচয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিকতায় স্বতন্ত্রতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেটাই হচ্ছে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি। সুতারাং এটা বলা যায় যে, ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির মধ্যেই লুক্কায়িত আছে বিশ্ব এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈচিত্র।

৪। পরম্পরাগত সংস্কৃতি এবং অধিকার সংস্কৃতি

একটি জাতিসত্বার রাজনৈতিক এবং সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক জীবন ভোগ করার অধিকার আছে। তাদের বর্তমান ও অতীতের সংস্কৃতি চর্চা করার অধিকার থাকা উচিৎ। বর্তমান সময়ে, ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বলতে যা বুঝাচ্ছে তার সাথে অতীতের তেমন সম্পর্ক নেই, ফলে সেটা মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছে না এবং মানুষ এর মূল্যবোধকে উপলব্ধি করতে বিফল হচ্ছে। তাদের সাংস্কৃতিক চাহিদা এবং সাংস্কৃতিক নীতি এমনভাবে নির্ধারিত এবং চর্চিত হওয়া প্রয়োজন যেনো তারা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি যে কোনো স্থানে এবং যে কোনো সময়ে ভোগ করতে পারে।

৫। পরম্পরাগত সংস্কৃতি ও বহুসংস্কৃতি

আমাদের সংস্কৃতির সাথে সম্যক পরিচিতি আমাদেরকে অন্য সংস্কৃতি সম্মন্ধেও ভাল ধারনা পেতে সাহায্য করে। সেইজন্যে, আমাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগণ সম্মন্ধে ভাল জ্ঞান রাখা দরকার, যাতে করে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির উপর সম্যক ধারনা পেতে পারি। এর জন্য বিশেষতঃ প্রয়োজন ঐ অঞ্চলের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্মন্ধে জানা যাতে করে আদিবাসী তত্ব বজায় থাকে।

৬। ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির উন্নতির জন্য পরিকল্পনা

ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির যে অর্থপূর্ণ গুরুত্ব আছে তা উপরে দেখানো হয়েছে এবং এর সংরক্ষণ ও উন্নতিকল্পে কিছু পরিকল্পনা নিচে প্রস্তাবিত হল। এটা বাঞ্ছনীয় যে সরকারসমূহ, বেসরকারী গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়সমূহ সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে এর বাস্তবায়নে কাজ করবে।

(ক) ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বিনিময় এবং আঞ্চলিক সহযোগীতা

ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বিনিময় বহুসংস্কৃতির উন্নয়নে অবদান রাখে। আজ পর্যন্ত এই বিনিময়সমূহ অনিয়মতান্ত্রিক এবং এলোমেলোভাবে হয়েছে, মানুষকে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির সহজ প্রবেশাধিকারলাভে সক্রিয় না করে। একটি সম্প্রদায় যাতে করে সমানভাবে তাদের সাংস্কৃতিক অধিকার চর্চা এবং অন্য ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি উপভোগ করতে পারে, তাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরও বিনিময় ও আঞ্চলিক সহযোগীতার কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে। সরকারসমূহ, বেসরকারী গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়সমূহের এলক্ষে মনোযোগ দেওয়া উচিৎ।

(খ) একটি ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির-সম্পর্কিত ফোরামের নিয়মিত আচার

ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বিকাশ সাধন ও উৎকর্ষতার লক্ষে এই ফোরাম নিয়মিতভাবে মিলিত হবে, যাতে মানবজাতির জন্য শান্তি তথা বিশ্বশান্তিতে অবদান রাখতে পারে, এবং বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র বজায় রেখে বহুসংস্কৃতিকে গ্রহন করে জাতি ও সম্প্রদায়সমূহকে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্মন্ধে জাগরুক করতে পারে।

(গ) ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে একটি সাংস্কৃতিক শিল্পের উন্নয়ন

একটি ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে টেকসই ও জাগ্রত রাখতে হলে তাকে সাম্প্রদায়িক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠতা রেখে তার প্রতিযোগিতামূলক উপকারিতাসমূহকে নিশ্চিত করতে হবে। এটা আরও প্রয়োজনীয় যেমন, লোক শিল্প ও কারু শিল্প সমূহকে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে উন্নতিসাধন করতে হবে। সাংস্কৃতিক শিল্প আধুনিক জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে এবং ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি যা একটি স্বতন্ত্র সত্বা, তাকে আধুনিক সংস্কৃতি থেকে আলাদা রেখে সাম্প্রদায়িক চাহিদা অনুযায়ী অবদান রাখতে হবে।

এই ঘোষনাটি একটি নিছক পেশাদারী উৎপাদন নয় বরং এটি একটি মৌলিক তত্ব। এখানে আমাদের আন্তর্জাতিক মনুষ্যজাতি সম্প্রদায়ের বিপন্ন অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে এবং একটি ভাল আগামী বিশ্ব পরিবেশ ধারনক্ষমতা ও জ্ঞানার্জনের জন্য পরম প্রয়োজন। এই ঘোষনাটি মনুষ্যজাতির সত্যিকারের টেকসই ভবিষ্যতের রাস্তার প্রারম্ভিক হিসেবে কাজ করুক এবং এই পৃথিবী গ্রহের জীবমন্ডল সমূহের বাস্তবতা অনুধাবন করে মনুষ্যজাতির জীবনযাত্রার সমন্বয় সাধন করুক। এটা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি আমাদের অবদান। জাতিসংঘ ও জাতীয় সরকারসমূহকে বর্তমান থেকে অতিক্রম করতে হবে এবং মনুষ্যজাতীর টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে সহযোগীতা করতে হবে। আমাদের গ্রহিক দৃষ্টিকোন, গ্রহিক নেত্রিত্ব এবং গ্রহিক মান উন্নয়ন প্রয়োজন।

আমাদের বর্তমান সময়ের কাজসমূহ সমৃদ্ধ হতে হবে একটি টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষে। এছাড়াও আমাদের প্রয়োজন দক্ষতা, আন্তর্জাতিকতা, মনুষ্যজাতীর সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব, এবং একক ও সমষ্টিগত সামাজিক দায়িত্ব। আমাদেরকে সঠিকভাবে প্রকৃতি ও মানবিক বিজ্ঞান সম্মন্ধিয় জ্ঞানকে এবং সম্মাননা, শান্তি, নৈতিকতা ও বিজ্ঞতা সম্মন্ধিয় বিষয় সমূহকে সহায়তা দেওয়া আবশ্যক।

আমি এই ঘোষনা দ্বারা মনুষ্যজাতির একটি টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষে আন্তর্জাতিক প্রবর্তনা দেখতে আগ্রহী।

অধ্যাপক ডঃ টিমি ইচিমোভিচ্।